যুগান্তর

28 FEB 2015

আলফাডাঙ্গায় ছাত্রীর হাত ভেঙে দিলেন শিক্ষিকা

ফরিদপুর ব্যুরো

আলফাডাঙ্গা উপজেলার হেলেঞ্চা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীকে পিটিয়ে হাত ভেঙে দিলেন শিক্ষিকা। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সুমাইয়াকে বুধবার ক্লাসের মধ্যে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হাত ভেঙে দেন সহকারী শিক্ষিকা কাশমিন আরা। সুমাইয়া উপজেলার টিকরপাড়া গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক মো. জাহাঙ্গীর শেখের কন্যা। এ ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সুমাইয়াকে উপজেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল বেডে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সুমাইয়া সাংবাদিকদের বলেন, আমি আর পড়ালেখা করব না, আমি গরিব কৃষক পিতার মেয়ে, আমাকে ম্যাডাম (স্কুল শিক্ষিকা) মেরে হাত ভেঙে দিয়েছেন। ম্যাডাম মাঝে মধ্যে সবাইকে মারেন। ম্যাডামের বাড়ি কাছে হওয়ায় আমরা সবাই ভয় পাই। আপনারা (সাংবাদিকরা) লিখলে ম্যাডাম আমাকে আবারও মারবে।

এ ঘটনায় স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রফিক, হাসিনা, নয়ন, রুমা, ৪র্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী আসমা, সুমাইয়া, লিমা বলেন, ম্যাডাম আমাদেরও মাঝে মধ্যে মারপিট করেন। আমরা ভয়ে কিছু বলি না। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. ছানোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি এবং উভয়ের অভিভাবকদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়েছি। এ ব্যাপারে সহকারী শিক্ষিকা মো. কাশমিন আরার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মুন্সি রুহুল আসলাম (ভারপ্রাপ্ত) সাংবাদিকদের জানান, আমি বিষয়টি জানি না। প্রধান শিক্ষক আমাকে বলেনি। এ ঘটনা ঘটলে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বুড়াইচ ইউপি চেয়ারম্যান আ. অহাব পান্নু বলেন, এটা আমি জেনেছি, বিষয়টি অমানবিক। তবে শুনেছি এটা মীমাংসা হয়ে গেছে।